দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৩

স্কুল শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্টে হাজার কোটি টাকা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ছোট থেকেই সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলতেই স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর এ উদ্যোগ স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের জনপ্রিয়তাও অব্যাহতভাবে বাড়ছে। ফলে প্রতিদিনই বাড়ছে স্কুল ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ও সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ। স্কুল ব্যাংকিং শুরু হওয়ার ছয় বছরের ব্যবধানে অ্যাকাউন্ট সংখ্যা সাড়ে ১২ লাখ ছাড়িয়েছে। একই সময়ে সঞ্চয় স্থিতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ২০ কোটি টাকা। বর্তমানে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসা শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি সুদহার পাচ্ছেন।

জানা গেছে, স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সুবিধা ও তথ্যপ্রযুক্তিগত সেবার সঙ্গে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের ২ নভেম্বর স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করে। এরপর থেকেই স্কুল পড়ুয়া কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আকর্ষণীয় মুনাফার নানা স্কিম চালু করে। ২০১০ সালে 'স্কুল ব্যাংকিং' কার্যক্রম শুরু হলেও শিক্ষার্থীরা টাকা জমা রাখার সুযোগ পায় ২০১১ সাল থেকে। প্রথম বছরে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয় ২৯ হাজার ৮০টি। দেড় লাখ স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে সময় লাগে আড়াই বছর।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় দেশের ব্যাংকগুলোয় মোট এক লাখ ৩২ হাজার ৫৩৭টি হিসাব খোলা হয়। ওই সময় হিসাবগুলোয় মোট স্থিতি ছিল ৯৬ কোটি ৫১ লাখ টাকা। আর ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ১২ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭০টি হিসাবের বিপরীতে জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার ২০ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। এ ছাড়া ২০১৩ সালে ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৯৫ হাজার ৮০৩টি। ওই সময় স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩০৫ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। একইভাবে ২০১৪ সাল শেষে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৫০ হাজার ৩০৩টি। আর হিসাব স্থিতির পরিমাণ ছিল ৭১৭ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্ষুদে সঞ্চয়ীদের হিসাবে জমা পড়েছে ৮৪৪ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ। ফলে ব্যাংকগুলোতে এই কার্যক্রমের আওতায় খোলা হিসাবের পাশাপাশি আমানতের পরিমাণও অব্যাহতভাবে

সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়ছে

বাড়ছে। এখন পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্কুল ব্যাংকিংয়ে অ্যাকাউন্ট খোলার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ। এর পরেই রয়েছে অগ্রণী ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড। আর আমানত বা সঞ্চয় স্থিতির দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের। এর পরেই রয়েছে ইসলামী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, স্কুলগামী শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম খুবই ভালোভাবে এগুচ্ছে। এতে সরকারি-বেসরকারি সব ব্যাংকের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক। শিক্ষার্থীরাও ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুফল ভোগ করে আনন্দিত। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংককে সঙ্গে নিয়ে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে 'স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স' সম্পন্ন করেছে। আগামীতেও এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ স্কুলের ছাত্রছাত্রী। স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সঞ্চয়ের অভ্যাস ছেলেমেয়েদের মনে এনে দেবে আর্থিক শৃঙ্খলা, যা তাদের সুশৃঙ্খল জীবন গঠনেও সহায়ক হবে। এসব হিসাবকে বীমার আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশে কার্যর ৫৬টি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত স্কুল ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্ট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭০টি। যা এর আগের প্রান্তিক সেপ্টেম্বর শেষে ছিল ১২ লাখ ৫৫ হাজার ২৬টি। আলোচ্য সময়ে এসব হিসাবে মোট সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে এক হাজার ২০ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। যা সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে ছিল ৯৮২ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাবা-মা অথবা বৈধ অভিভাবকের সঙ্গে যৌথ নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। মাত্র ১০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংক শাখায় এ হিসাব খোলা যায়। এ হিসাবে কোনো ফি বা চার্জ আরোপ করা হয় না। এমনকি ন্যূনতম স্থিতি রাখার বাধ্যবাধকতাও নেই।